মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (arjina.efa@bb.org.bd; golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী

ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

সমন্বয়কারী

মাহফুজা আকতার

মহাব্যবস্থাপক

সদস্য

মুহঃ গোলাম মওলা

উপ-মহাব্যবস্থাপক

আরজিনা আক্তার ইফা

যুগ্ম-পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৭ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০১৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১২.১০ শতাংশ এবং এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬.১০ শতাংশ যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১২.৯৪ শতাংশ ও ১৭.৮০ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য অনুমিত উর্ধ্বসীমা ৫.৫ শতাংশ এর বিপরীতে সেপ্টেম্বর ১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৫ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কিছুটা উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকায় এবং সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক/মানব সৃষ্ট দুর্যোগ (বন্যা, হাওড় এলাকায় জলোচ্ছাস, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের অনুপ্রবেশ) এর ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহের উপর চাপ সৃষ্টির সূত্রে মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রপ্তানি ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে পরিমিত বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এর চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ক্রমে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম করে রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক অবদান রাখবে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2) ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১০১৬০.৭৭ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০২৮৭.০০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫.৩১ শতাংশ এবং ১.৬৫ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত এর প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২.৭৬ শতাংশ ও তলবি আমানত হ্রাস পেয়েছে ৩.৯৫ শতাংশ। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ৩.৪২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে উল্লেখযোগ্য হারে ২০.৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ (অক্টোবর, ২০১৬ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৭) শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০.৪৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৩.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

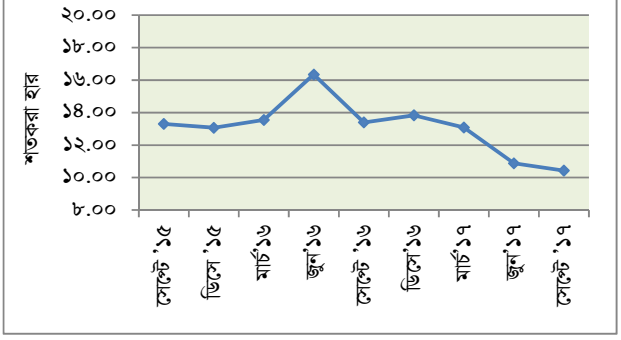

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

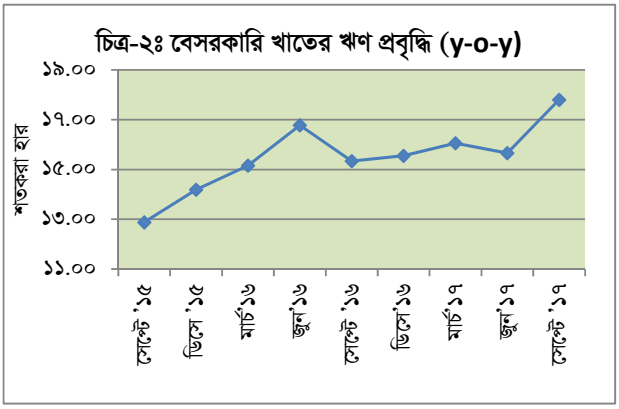

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৮৯০৬.৭৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯১৩৩.৪১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী

ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৩৮ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ (অক্টোবর, ২০১৬ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৭) শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৮০ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১১.৮৯ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ২.৯৮ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৭.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ১৬.৯১ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৩.৮২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ২.৩০ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৩.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৫.০৭ শতাংশ এবং ১.৩৬ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৭.৮০ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে ছিল ১৫.৩৪ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষের ৮৪.০০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে দাঁড়ায় ৮৭.৭২ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদ ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১.৩৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৩০.৫৪ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪.৯৪ শতাংশ ও ৫.৮৪ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ৬.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে ২১.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২২৪৬.৫৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২১৫২.৬ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৬.৬৪ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১৯.৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ২৯.৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ০.৪৮ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৬২.৮৩ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১৩১.৯৭ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ (অক্টোবর, ২০১৬ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৭) শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৫৬.৯১ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৫৯.২১ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ (অক্টোবর, ২০১৬ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৭) শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০.৯২ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৬.৬৯ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

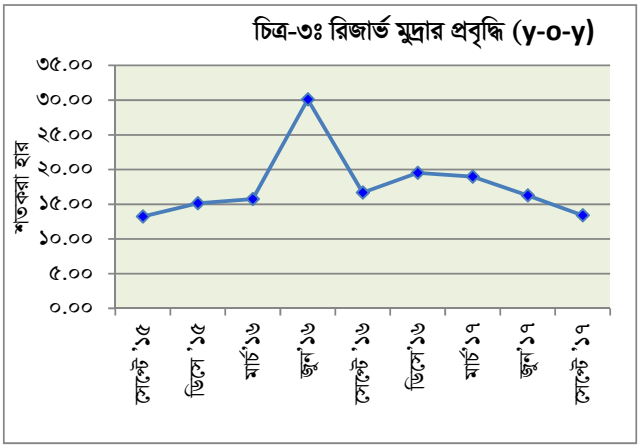

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কিছুটা উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকায় এবং সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক/মানব সৃষ্ট দুর্যোগ (বন্যা, হাওড় এলাকায় জলোচ্ছাস, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের অনুপ্রবেশ) এর ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহের উপর চাপ সৃষ্টির সূত্রে খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বারো মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'১৭ শেষের ৫.৪৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৫ শতাংশ (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন'১৭ শেষের ৬.০২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৬.৭২ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'১৭ শেষের ৪.৫৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩.৮১ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি জুন'১৭শেষের ৫.৯৪ শতাংশ থেকে হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সেপ্টেম্বর'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৬.১২ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

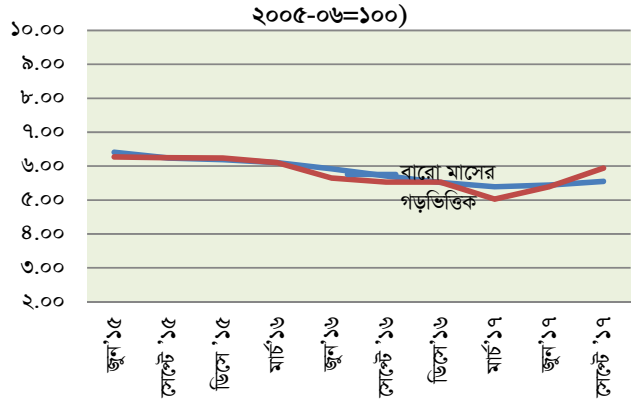

তারল্য পরিস্থিতি ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৪১.৯১ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৭১৪.৬৩ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৭.৪৫ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭১৩.৫৮ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৮.০৭ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১১৩.৭ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৪.৪৭ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৬২৫.৭৮ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

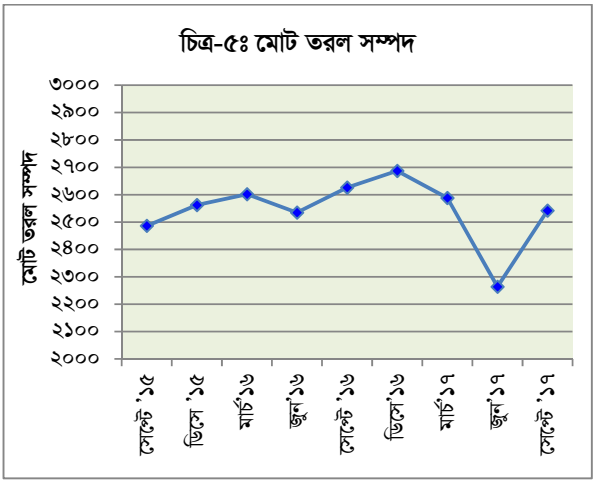

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি (সেপ্টেম্বর ২০১৭)

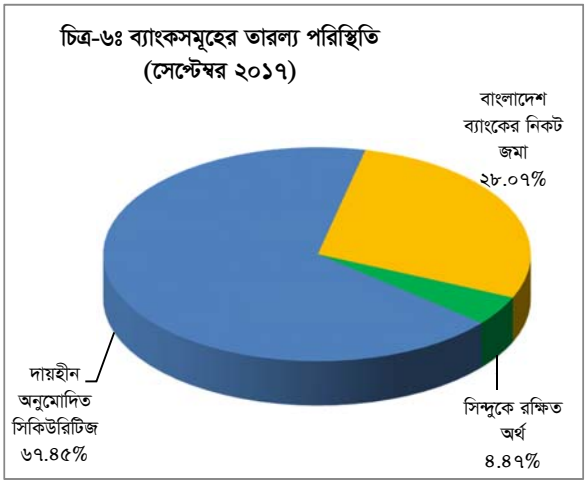

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কল মানি ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.৫০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪৬৬৭.২৪ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪০৫২.৮৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬১৪.৩৮ বিলিয়ন টাকা বা ১৫.১৬ শতাংশ বেশি।

রেপো ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের তারল্য সহায়তা সুবিধা বা Liquidity Support Facility (LSF) এর জন্য রেপো এর ০১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ নিলামে ০১ দিন মেয়াদি ৩.০৪ বিলিয়ন টাকার ০২ টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং তা গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.৭৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

রিভার্স রেপো ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিল ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ০৭টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৪টি এবং ৯১ দিন ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ১২৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৩২.৬০ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৬৩৭টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ১২৫.৭০ বিলিয়ন টাকার ২১০টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ৩৭.৭৯ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.৯৮ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১.৩০ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ১.০২ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৭) মোট ১৫৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৩৬৫.৫৬ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ১৫২.০৬ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল যা ছিল উক্ত সময়ে দাখিলকৃত দরপত্রের ৪১.৬০ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৯৬.৮৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৪.৯৪ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার ছিল লক্ষ্যমাত্রার ৩.১৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৩.৭৪ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪২ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ২.৮৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৩.৪১ শতাংশ। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৩.১৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.৮৯ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১২৭.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ১২৯.৫০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ত্রৈমাসিক শেষে (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২৫১.৫০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৫০ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২৪৯.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের স্থিতি ৩০৪.৩২ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫৫.৩২ বিলিয়ন টাকা কম।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ১০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি সহ মোট ০৭টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ৬৭.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪৬.৫০ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৪৫৭টি দরপত্রের মধ্যে ৬৫.৮৬ বিলিয়ন টাকার ২৪৩টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ৪৪.৯৬ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.৩১ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১.১৪ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ১.৬৯ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৭) মোট ৪০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৫.৩৩ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৩৪.৩১ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৫.৬৯ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৪.৮২৩৯ শতাংশ থেকে ৮.০২০২ শতাংশ এবং ৪.৪৪০০ শতাংশ থেকে ৮.০৭০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩০৮.২৩ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০১৭) শেষের স্থিতির তুলনায় ১৭.০০ বিলিয়ন টাকা (১.৩২ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭.৯৬ বিলিয়ন টাকা (১.৩৯ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৬২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১৬৪০.৩৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৭২২টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়েছে। গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৭ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শেষে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ১০৯.৭০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৭) ১৭২৯.৮০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৭৪৯টি দরপত্রের মধ্যে ১৭২৯.৭০ বিলিয়ন টাকার ৭৪৮টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৪৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৫৭১.৫০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যে ৯৮টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৬ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শেষে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৯০.৩০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৭) ৮৪৮.২৬ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ২৩১টি দরপত্র পাওয়া যায় যার সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৩৬টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে ৪৫.৬৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৫৯টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৬ শতাংশ থেকে ২.৯৭ শতাংশ। সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শেষে ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ১২.১৪ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৭) ১৫৭.১৩ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১১৯টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই

গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় বৃদ্ধি ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৯০ শতাংশ। জুন ২০১৭ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৪.৮৪ শতাংশ ও ৫.৩৯ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৪৫ শতাংশ। জুন ২০১৭ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৫৬ শতাংশ ও ১০.১১ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) ০.১৭ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৫৫ শতাংশ।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

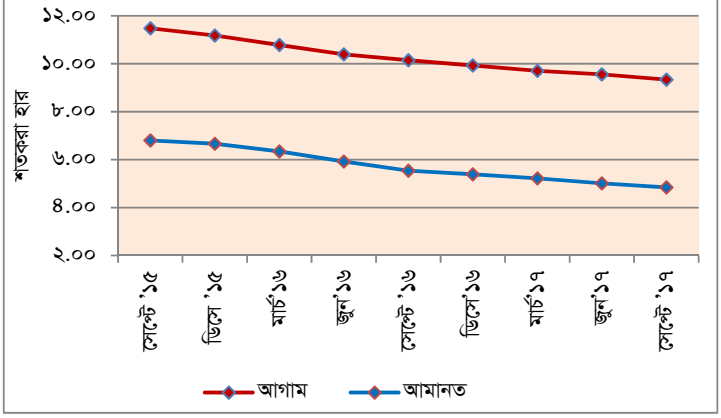

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতি ঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান জুন ২০১৭ শেষের ৮০.৬০ টাকা থেকে শতকরা ০.২৫ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮০.৮০ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ২.৯৭ ভাগ অবচিতি হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৭৮.৪০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ১৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করে। কিন্তু এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ১২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল কিন্তু কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে মোট ১৯৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল।

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

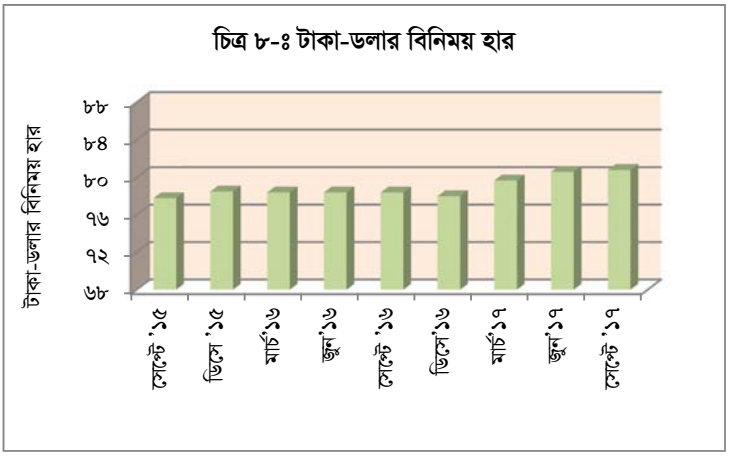

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate) ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক জুন শেষের ১০২.১৪ থেকে ০.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০২.৯৯ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৪.৬৬ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৪.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাত ঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.৬১ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৮.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.৪৫ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৬৫০$^{সা/}$ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৫৬৪$^{স/}$ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৯১$^{সা/}$ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ৫৩৯$^{স/}$ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭০$^{সা/}$ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৭০৬$^{স/}$ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৮১৬.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৭.৮৫ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১৩৮৫.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৮.৫ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২২ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২৪৭০.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

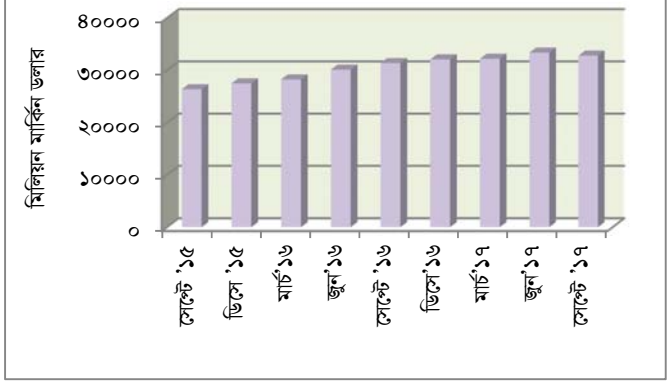

স= সংশোধিত।

সা=সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এবং অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশীগণ কর্তৃক টাকায় গৃহীতব্য গৃহঋণের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে বিদ্যমান ডেট ইক্যুইটি অনুপাত ৫০ঃ৫০ থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫ঃ২৫ করা হয়েছে।
- বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য আবেদন করতে বা ভিসা পেতে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বীমা/ চিকিৎসা বীমা ফি আগেই পাঠানোর বাধ্যবাধকতা থাকে। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সাপেক্ষে এডি ব্যাংকগুলোকে স্বাস্থ্য বীমা/চিকিৎসা বীমা ফি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের প্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- কোন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের রপ্তানি ভর্তুকী/নগদ সহায়তার আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিগত ২(দুই) বছরে প্রত্যাবাসনযোগ্য কোন রপ্তানি মূল্য যৌক্তিক কারণে সম্পূর্ণ/আংশিক অপ্রত্যাবাসন অবস্থায় থাকলে দাখিলকৃত উক্ত আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে। তবে, দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অপ্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন হওয়া/নিয়মিতকরণের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বা ডিসকাউন্ট কমিটির অনুমোদন থাকতে হবে।
- দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কতিপয় পণ্য রপ্তানি খাতে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত সিদ্ধান্তের সূত্রে জুলাই ০১, ২০১৭ হতে জুন ৩০, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত জাহাজীকৃত কতিপয় পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ২%-২০% হারে রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা পরিশোধ্য হবে। রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এফই সার্কুলার নম্বর ২৪, তারিখ সেপ্টেম্বর ২০, ২০১৬ এ বর্ণিত প্রযোজ্য শর্তসহ সকল এফই সার্কুলার/সার্কুলারপত্রের প্রযোজ্য অপরাপর নির্দেশনাসমূহ যথারীতি অপরিবর্তিত থাকবে।
- গ্রীন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড হতে অর্থায়নের নিমিত্ত এডি ব্যাংকগুলোর উপর ধার্যকৃত বিদ্যমান সুদের হার 6 month USD LIBOR Plus 2.25% এর পরিবর্তে 6 month USD LIBOR Plus 1.00% করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এডি ব্যাংকগুলোকে গ্রাহকের উপর ধার্যকৃত ঋণের সুদের হার তাদের Cost of borrwoing ছাড়াও অন্যান্য খরচ (operational expenses, risk-adjusted spread এবং proft margin) ১-২% এর মধ্যে নির্ধারণ করার প্রাধিকার দেয়া হয়েছে।
- এডি ব্যাংক এবং মানিচেঞ্জারদের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর ককপিট এবং কেবিনক্রু এর অনুকূলে ওভারসিজ ভাতা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের প্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে, ছাড়করণের পূর্বে এডি ব্যাংক/ মানিচেঞ্জারদের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর নিকট হতে উক্ত অর্থ ছাড়করণের অনুমতি পত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাসপোর্টে উক্ত অর্থ সঠিকভাবে এনডোর্স করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।
- সাম্প্রতিক বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখে তাদের পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ এবং এসএমই খাতের কুটির ও মাইক্রো ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ঃ

  (ক) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ক্ষেত্র বিশেষে ডাউন পেমেন্ট এর শর্ত শিথিলপূর্বক স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ এবং এসএমই খাতের কুটির ও মাইক্রো ঋণ পুনঃতফসিল করা যাবে;

  (খ) এ ধরনের ঋণ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদান করা যাবে;

(গ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক এবং এসএমই খাতের কুটির ও মাইক্রো উদ্যোক্তাগণ যাতে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে যথাসময়ে নতুন ঋণ সুবিধা পেতে পারেন সে লক্ষ্যে কোন অর্থ (compromised amount) জমা ব্যতিরেকেই পুনঃতফসিল পরবর্তী নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে; এবং

(ঘ) সার্টিফিকেট মামলা (যদি থাকে) সমঝোতার (সোলেনামা) মাধ্যমে স্থগিত/নিষ্পত্তিপূর্বক ঋণ পুনঃতফসিল করা যাবে।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। তবে, বিশ্ব বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য হ্রাসসহ নানাবিধ কারণে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের শ্রম বাজারে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় তা শীঘ্রই নিরসন হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা কঠোরকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপাভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	সেপ্টেম্বর ২০১৭	জুন ২০১৭	মার্চ ২০১৭	সেপ্টেম্বর ২০১৬	জুন ২০১৬	সেপ্টেম্বর ২০১৫	পরিবর্তন				
							জুন'১৭ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর'১৭	মার্চ'১৭ এর তুলনায় জুন '১৭	জুন'১৬ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর' ১৬	সেপ্টেম্বর' ১৬ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর' ১৭	সেপ্টেম্বর' ১৫ এর তুলনায় সেপ্টেম্বর'১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৩০.৫৪	২৬৬৬.৯৭	২৫৪১.৪৬	২৪৬৭.৪৬	২৩৩১.৩৬	২০৩৭.৭৬	-৩৬.৪৩	১২৫.৫১	১৩৬.১০	১৬৩.০৮	৪২৯.৭০
							-(১.৩৭)	(৪.৯৪)	(৫.৮৪)	(৬.৬১)	(২১.০৯)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৭৬৫৬.৪৬	৭৪৯৩.৮০	৭১০৬.৭৬	৬৮৪৭.৭৭	৬৮৩২.৪২	৬১৭৬.৯৭	১৬২.৬৬	৩৮৭.০৪	১৫.৩৫	৮০৮.৬৯	৬৭০.৮০
							(২.১৭)	(৫.৪৫)	(০.২২)	(১১.৮১)	(১০.৮৬)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৯১৩৩.৪১**	**৮৯০৬.৭৩**	**৮৪৫২.৪১**	**৮০৯৭.১৩**	**৮০১২.৮০**	**৭২৩৬.৪৩**	২২৬.৬৮	৪৫৪.৩২	৮৪.৩৩	১০৩৬.২৮	৮৬০.৭০
							(২.৫৫)	(৫.৩৮)	(১.০৫)	(১২.৮০)	(১১.৮৯)
i) সরকারি খাত (নীট)	৯৪৪.৩৮	৯৭৩.৩৪	৯০৩.১২	১১৩৬.৬৪	১১৪২.২০	১১৮১.৭৩	-২৮.৯৬	৭০.২২	-৫.৫৬	-১৯২.২৬	-৪৫.০৯
							-(২.৯৮)	(৭.৭৮)	-(০.৪৯)	-(১৬.৯১)	-(৩.৮২)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	১৭৬.৭৭	১৭২.৮০	১৬২.৮৮	১৫৯.১২	১৬০.৫১	১৫৭.৮৪	৩.৯৭	৯.৯২	-১.৩৯	১৭.৬৫	১.২৮
							(২.৩০)	(৬.০৯)	-(০.৮৭)	(১১.০৯)	(০.৮১)
iii) বেসরকারি খাত	৮০১২.২৬	৭৭৬০.৫৯	৭৩৮৬.৪১	৬৮০১.৩৭	৬৭১০.০৯	৫৮৯৬.৮৬	২৫১.৬৭	৩৭৪.১৮	৯১.২৮	১২১০.৮৯	৯০৪.৫১
							(৩.২৪)	(৫.০৭)	(১.৩৬)	(১৭.৮০)	(১৫.৩৪)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৪৭৬.৯৫	-১৪১২.৯৩	-১৩৪৫.৬৫	-১২৪৯.৩৬	-১১৮০.৩৮	-১০৫৯.৪৬	-৬৪.০২	-৬৭.২৮	-৬৮.৯৮	-২২৭.৫৯	-১৮৯.৯০
							(৪.৫৩)	(৫.০০)	(৫.৮৪)	(১৮.২২)	(১৭.৯২)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১০২৮৭.০০**	**১০১৬০.৭৭**	**৯৬৪৮.২২**	**৯৩১৫.২৩**	**৯১৬৩.৭৮**	**৮২১৪.৭৩**	১২৬.২৩	৫১২.৫৫	১৫১.৪৫	৯৭১.৭৭	১১০০.৫০
							(১.২৪)	(৫.৩১)	(১.৬৫)	(১০.৪৩)	(১৩.৪০)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২৩১৩.২৩	২৪০০.৭৯	২০২৬.০৯	২০১৩.৮৮	২১২৪.৩১	১৭২৬.৬৯	-৮৭.৫৬	৩৭৪.৭০	-১১০.৪৩	২৯৯.৩৫	২৮৭.১৯
							-(৩.৬৫)	(১৮.৪৯)	-(৫.২০)	(১৪.৮৬)	(১৬.৬৩)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৩২৮.২৩	১৩৭৫.৩২	১১৪১.০৯	১১৮১.২৯	১২২০.৭৫	১০২২.৫৫	-৪৭.০৯	২৩৪.২৩	-৩৯.৪৬	১৪৬.৯৪	১৫৮.৭৪
							-(৩.৪২)	(২০.৫৩)	-(৩.২৩)	(১২.৪৪)	(১৫.৫২)
ii) তলবি আমানত	৯৮৫.০০	১০২৫.৪৭	৮৮৪.৯৯	৮৩২.৫৯	৯০৩.৫৬	৭০৪.১৪	-৪০.৪৭	১৪০.৪৮	-৭০.৯৭	১৫২.৪১	১২৮.৪৫
							-(৩.৯৫)	(১৫.৮৭)	-(৭.৮৫)	(১৮.৩১)	(১৮.২৪)
খ) মেয়াদি আমানত	৭৯৭৩.৭৭	৭৭৫৯.৯৮	৭৬২২.১৪	৭৩০১.৩৫	৭০৩৯.৪৭	৬৪৮৮.০৪	২১৩.৭৯	১৩৭.৮৪	২৬১.৮৮	৬৭২.৪২	৮১৩.৩১
							(২.৭৬)	(১.৮১)	(৩.৭২)	(৯.২১)	(১২.৫৪)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২১৫২.৬	২২৪৬.৫৯	১৯২৬.১৩	১৮৯৮.০৮	১৯৩২.০১	১৬২৬.৫৬	-৯৩.৯৯	৩২০.৪৬	-৩৩.৯৩	২৫৪.৫২	২৭১.৫২
							-(৪.১৮)	(১৬.৬৪)	-(১.৭৬)	(১০.৯২)	(১৬.৬৯)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫০৮.১০	২৫২০.২৭	২৪২৩.৬৯	২৩৩০.৭২	২১৮৯.০৪	১৯১৬.১৪	-১২.১৭	৯৬.৫৮	১৪১.৬৮	১৭৭.৩৮	৪১৪.৫৮
							-(০.৪৮)	(৩.৯৮)	(৬.৪৭)	(৭.৬১)	(২১.৬৪)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৩৫৫.৫	-২৭৩.৬৮	-৪৯৭.৫৬	-৪৩২.৬৪	-২৫৭.০৩	-২৮৯.৫৮	-৮১.৮২	২২৩.৮৮	-১৭৫.৬১	৭৭.১৪	-১৪৩.০৬
							(২৯.৯০)	-(৪৫.০০)	(৬৮.৩২)	-(১৭.৮৩)	(৪৯.৪০)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারি খাতে নীট ঋণ	৬৬.৯৫	১২৯.৭৮	-২.১৯	১০.০৪	১৩৩.৭৪	-৪৯.১৭	-৬২.৮৩	১৩১.৯৭	-১২৩.৭০	৫৬.৯১	৫৯.২১
							-(৪৮.৪১)	-(৬০২৬.০৩)	-(৯২.৪৯)	(৫৬৬.৮৩)	-(১২০.৪২)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩২৮১৬.৬০	৩৩৪০৬.৬০	৩২২১৫.২০	৩১৩৮৫.৯০	৩০১৩৭.৬০	২৬৩৭৯.০০					
৭। মোট তরল সম্পদ(বিলিয়ন টাকায়)	২৫৪১.৯১	২২৬৩.৫২	২৫৮৮.০৫	২৬২৫.৭৮	২৫৩৪.৮						
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	৭৮.৪০	৮০.৬০	৭৯.৬৮	৭৮.৪০	৭৮.৪০	৭৭.৮০					
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	১০২.৯৯	১০২.১৪	১০৭.১৩	১০৪.১৯	১০০.০০	১০০.৮					
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)	৫.৫৫	৫.৪৪	৫.৩৯	৫.৭১	৫.৯২	৬.২৪					

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।